বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস
BANGLADESH ISLAMI CHHARTA MAJLIS
১৬ বিজয়নগর (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০। ০১৭১১-৩১৮৩২৭ www.chhatra-majlis.org.bd

সূত্র: আ/২০২৪-২৫ তারিখ: ১১/০৮/২০২৫ ইং

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস-এর বিরুদ্ধে চরমপন্থী LGBT কর্মীর হত্যার হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ২৪ ঘণ্টায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "অ্যান্টার্কটিকা চৌধুরী" নামে পরিচালিত একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে—যার প্রকৃত নাম এনআইডি অনুসারে সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল—মূল্যবোধ আন্দোলনের প্রধান উপদেষ্টা ও আইইউবি-র সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন এবং মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লেকচারার আসিফ মাহতাব উৎস-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হত্যার ভয়াবহ হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ড. সরোয়ারের খণ্ডিত মাথা ও বিচ্ছিন্ন চোখের বিকৃত চিত্রসহ পোস্টে লেখা হয়েছে — “Kill public figures who are against your marriage rights”। একইভাবে, আসিফ মাহতাব উৎসের শিরচ্ছেদ করা মাথা দিয়ে ফুটবল খেলার বীভৎস ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে— “Me and the homies playing football with Asif Mahtab Utsha’s decapitated head”। এ ধরনের ঘৃণ্য, অমানবিক ও নৃশংস হুমকি বাংলাদেশের সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসনের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন একজন খ্যাতিমান লেখক, সমাজসেবক, আন্তর্জাতিক মানের গবেষক এবং বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (বিআরএফ) -এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অপরদিকে আসিফ মাহতাব উৎস নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও ’২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রিমান্ডের শিকার হয়েছেন। তাঁরা উভয়েই শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, যেখানে দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় সমকামিতা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেখানে সমকামী বিবাহের বিরোধিতা করায় দেশের সুপরিচিত দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক চরমপন্থী LGBT জঙ্গীর হত্যার হুমকির মুখে পড়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ক্ষোভজনক ঘটনা।

আমরা এই নিন্দনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট আহ্বান করছি—অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে।

বার্তা প্রেরক

মাহমুদুল হাসান ত্বহা
কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস
০১৭৮৫-৬৮১১২৫

জুলাই স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ

হারুন মোল্লা ঈদগাহ মাঠ, পল্লবী মেট্রো স্টেশন
সংলগ্ন, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬, বাংলাদেশ

সূত্র: জেএসএসপি/ক/৮/২৫

তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২৫

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস-কে LGBT অ্যাক্টিভিস্ট কর্তৃক হত্যার হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "অ্যান্টার্কটিকা চৌধুরী" নামে পরিচালিত একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে (যার প্রকৃত নাম এনআইডি অনুসারে সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল) জুলাই স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও আইইউবি-র সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন এবং মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লেকচারার আসিফ মাহতাব উৎস-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হত্যার ভয়াবহ হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ড. সরোয়ারের খণ্ডিত মাথা ও বিচ্ছিন্ন চোখের বিকৃত চিত্রসহ পোস্টে লেখা হয়েছে— “Kill public figures who are against your marriage rights”। একইভাবে, আসিফ মাহতাব উৎসের শিরচ্ছেদ করা মাথা দিয়ে ফুটবল খেলার বীভৎস ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে— “Me and the homies playing football with Asif Mahtab Utsha’s decapitated head”। এ ধরনের ঘৃণ্য, অমানবিক ও নৃশংস হুমকি বাংলাদেশের সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসনের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন একজন খ্যাতিমান লেখক, সমাজসেবক, আন্তর্জাতিক মানের গবেষক এবং বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (BRF)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অপরদিকে আসিফ মাহতাব উৎস নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও ’২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রিমান্ডের শিকার হয়েছেন। তাঁরা উভয়েই শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, যেখানে দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় সমকামিতা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেখানে সমকামী বিবাহের বিরোধিতা করায় দেশের সুপরিচিত দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক চরমপন্থী LGBT জঙ্গীর হত্যার হুমকির মুখে পড়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ক্ষোভজনক ঘটনা।

আমরা এই নিন্দনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট আহ্বান করছি—অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে।

Siyam
12.08.2025

সৈয়ব আহমেদ সিয়াম
মুখপাত্র, জুলাই স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ

১৯ সফর, ১৪৪৭ হিজরি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১৩ আগস্ট, ২০২৫ ঈসায়ী

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস-কে এলজিবিটিকিউ অ্যাক্টিভিস্ট কর্তৃক হত্যার হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "অ্যান্টার্কটিকা চৌধুরী" নামে পরিচালিত একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে (যার প্রকৃত নাম এনআইডি অনুসারে সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল) জুলাই স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও আইইউবি-র সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন এবং মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লেকচারার আসিফ মাহতাব উৎস-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হত্যার ভয়াবহ হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ড. সরোয়ার হোসেনের খণ্ডিত মাথা ও বিচ্ছিন্ন চোখের বিকৃত চিত্রসহ পোস্টে লেখা হয়েছে — **"Kill public figures who are against your marriage rights"**। একইভাবে, আসিফ মাহতাব উৎসের শিরচ্ছেদ করা মাথা দিয়ে ফুটবল খেলার বীভৎস ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে— **"Me and the homies playing football with Asif Mahtab Utsha's decapitated head"**। এ ধরনের ঘৃণ্য, অমানবিক ও নৃশংস হুমকি বাংলাদেশের সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসনের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন একজন খ্যাতিমান লেখক, সমাজসেবক, আন্তর্জাতিক মানের গবেষক এবং বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (BRF)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অপরদিকে আসিফ মাহতাব উৎস নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও '২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রিমান্ডের শিকার হয়েছেন। তাঁরা উভয়েই শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, **যেখানে দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় সমকামিতা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেখানে সমকামী বিবাহের বিরোধিতা করায় দেশের সুপরিচিত দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক চরমপন্থী LGBTQ জঙ্গীর হত্যার হুমকির মুখে পড়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ক্ষোভজনক ঘটনা।**

আমরা এই নিন্দনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট আহ্বান করছি—অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে।

বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস
Bangladesh Khelafat Chhatra Majlis
সিলেট মহানগর

সূত্রঃ

তারিখ:১৬ আগস্ট ২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জুনাইদ সাকি ও ছাত্র ইউনিয়নের মিথ্যা তথ্য প্রচার ও সন্ত্রাসকে পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিবাদ

আজ ১৬ আগস্ট শনিবার বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস সিলেট মহানগরের সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বহিষ্কৃত ছাত্র সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল-এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শ্রেণিকক্ষে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে অস্ত্র বহন, শিক্ষার্থীদের উসকানি দেওয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্মানিত দুই শিক্ষক— ড. মো. সরওয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎসকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি প্রদান এবং সংবিধানবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকা তার অপরাধের মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও গণসংহতি আন্দোলনের জুনাইদ সাকি উক্ত বহিষ্কারের প্রকৃত কারণ গোপন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বিষয়টিকে প্রবাহিত করছে। তারা মিথ্যা দাবি করছে যে, কেবল ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণে সাফওয়ান মবের শিকার হয়েছে। বাস্তবে এ বক্তব্য মিথ্যা ও বানোয়াট। এতে প্রমাণিত হয়, ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং সাফওয়ানের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে তাদের বিবৃতির মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

তিনি আরও বলেন, ড. সরওয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব স্যারকে হত্যার হুমকির মতো গুরুতর অপরাধকে যারা আড়াল করার চেষ্টা করে, তারাই আসলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তারের সহযোগী। জুনাইদ সাকি ও ছাত্র ইউনিয়নের এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ শিক্ষাঙ্গনে শান্তি-শৃঙ্খলা ধ্বংস করবে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উসকানি জোগাবে।

বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস, সিলেট মহানগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌক্তিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং একইসাথে জুনাইদ সাকি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নকে অবিলম্বে মিথ্যাচার বন্ধ করে সত্যের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

বার্তা প্রেরক
শাহ ফাহিম কামালি
সমাজকল্যাণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস সিলেট মহানগর

ইন্তিফাদা
বাংলাদেশ

সূত্র: IBD/16082025/2

তারিখ: ১৬ই আগষ্ট, ২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ড. মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস-কে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ প্রসঙ্গে

আমরা গভীর বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করছি যে, ড. সরোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস-এর মতো স্বনামধন্য দুজন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কাটা মাথা দিয়ে ফুটবল খেলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আর এ ধরনের বর্বরতম হুমকি এসেছে সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ৫৩তম ব্যাচের সদ্য বহিষ্কৃত ছাত্র ও LGBTQ+ অ্যাকটিভিস্ট সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল (ওরফে সাহারা চৌধুরী, ওরফে অ্যান্টার্কটিকা চৌধুরী)-এর কাছ থেকে। তার সাথে যোগ দিয়েছে কিছু বাম সংগঠনের সদস্য। বাংলাদেশের তথাকথিত সেক্যুলার, প্রগতিশীল ও বামপন্থী মহলে বছরের পর বছর ধরে যে ধরনের বিকৃতি ও উগ্রবাদের চাষ হচ্ছে, এই ঘটনা তারই ফলাফল।

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, এই ধরনের উগ্রবাদী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তির পক্ষে ক্রমাগত সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন জুনায়েদ সাকি ও সামিনা লুৎফাসহ বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও শিক্ষকগণ। এছাড়া এসব উগ্রবাদী কর্মকান্ডে উস্কানি দিচ্ছে বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন ও ছাত্র ইউনিয়নের মতো বাম সংগঠনগুলো। তাঁরা প্রাণনাশের হুমকি প্রদানকারী ও অবৈধ মতবাদ প্রচারকারী ছাত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে, উল্টো তাঁর উগ্রবাদী ও বেআইনী কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমনকি, ড. সরোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস-কে হত্যার পক্ষে তাঁরা পরোক্ষভাবে একটা একাডেমিক গ্রাউন্ড তৈরি করে দিচ্ছেন।

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করছি যে, প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেওয়ার কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চৌধুরী রেবিলের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবশ্য এটা নতুন নয়। এর আগেও আমরা দেখেছি যে, প্রকাশ্যে লাল সন্ত্রাসের ঘোষণা দেওয়া বাম ছাত্রনেতাকে বিন্দুমাত্র জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়নি। অথচ, এর চেয়ে অনেক কম মাত্রার অপরাধও ইসলামপন্থীদের গ্রেফতার ও হয়রানির জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এই পুরো এপিসোডটা বাংলাদেশের কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষ ও সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের হেজেমনির বহিঃপ্রকাশ।

আমরা, ইন্তিফাদা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই ধরনের উগ্রবাদী ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। পাশাপাশি, রাষ্ট্রের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাই। আর যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ LGBTQ+ মতাদর্শের পক্ষে কথা বলে বিকৃতকামিতাকে উসকে দিচ্ছেন এবং অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে নিরপরাধ মানুষদের হত্যার গ্রাউন্ড তৈরি করে দিচ্ছেন, তাদেরকেও বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাই।

বার্তা প্রেরক,

ডা. মেহেদী হাসান
প্রেসিডিয়াম সদস্য, ইন্তিফাদা বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস
BANGLADESH ISLAMI CHHATRA MAJLIS
সিলেট মহানগর

কার্যালয়ঃ সুরমা মার্কেট(৪র্থ তলা) সিলেট

সূত্র- আ/ ২০২৪-২৫ তারিখ- ১৮/০৮/২০২৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"জুনাইদ সাকি ও ছাত্র ইউনিয়নের বিভ্রান্তিকর প্রচার ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সমর্থনের প্রতিবাদ"

১৮ আগস্ট সোমবার — বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগরের সভাপতি মো. মিজানুর রহমান ও সেক্রেটারি মুহিবুর রহমান রায়হান এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সাফওয়ান চৌধুরী রেবিলকে বহিষ্কার করেছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের ভিত্তিতে।

তিনি উল্লেখ করেন, শ্রেণিকক্ষে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে অস্ত্র বহন, শিক্ষার্থীদের উসকানি দেওয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিক্ষক ড. মো. সরওয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎসকে হত্যার হুমকি এবং সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা—এসব গুরুতর অপরাধের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও গণসংহতি আন্দোলনের নেতা জুনাইদ সাকি এ বহিষ্কারের প্রকৃত কারণ গোপন করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। ছাত্র ইউনিয়নের দাবি, কেবল ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণে সাফওয়ান হয়রানির শিকার হয়েছেন। ইসলামী ছাত্র মজলিসের মতে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, যা শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে আরও বলেন, সম্মানিত শিক্ষকদের হত্যার হুমকির মতো গুরুতর অপরাধকে যারা আড়াল করতে চায়, তারাই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তারে সহযোগিতা করছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আশঙ্কা তৈরি করতে পারে।

বিবৃতিতে সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগকে যথাযথ বলে উল্লেখ করে জুনাইদ সাকি ও ছাত্র ইউনিয়নকে অসত্য তথ্য প্রচার না করে গঠনমূলক রাজনীতির পথে ফেরার আহ্বান জানায়।

বার্তা প্রেরক
Abdul Muqit
আব্দুল মুকিত
মহানগর অফিস ও প্রচার সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস